দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২ ...

জনস্বার্থে পিএসসি পরীক্ষার বিষয়ে জরুরি সিদ্ধান্ত প্রয়োজন

ড. মো. হুমায়ুন কবীর

নতুন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। সেই শিক্ষানীতি দ্রুত কার্যকরের স্বার্থে এবছর (২০১৬) থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে। আর বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্ন-মাধ্যমিক বা জুনিয়র স্কুল স্তর। সেই অনুযায়ীই বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণি শেষান্তে প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (পিএসসি) এবং অষ্টম শ্রেণি শেষান্তে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জেএসসি), মাদ্রাসার জন্য জুনিয়র দাখিল পরীক্ষা (জেডিসি)। প্রথাগত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার (এসএসসি) আগে এ দুটি সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তার উপর কোমলমতি এসব শিশুদের জন্য রয়েছে সৃজনশীল নামক একটি সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি যা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকেরাও এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। এমনি একটি অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিগত প্রায় চার-পাঁচ বছর যাবৎ পিএসসি, জেএসসি, জেডিসি ইত্যাদি পরীক্ষা গৃহীত হয়ে আসছে। বিষয়টি নিয়ে প্রথমদিকে কিছুটা প্রতিবাদ, আলোচনা-সমালোচনা থাকলেও চার-পাঁচ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর তা এক প্রকার গা সহা হয়ে উঠেছিল শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মাঝে। এটি আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন দেখা যাক, কেন পিএসসি উঠিয়ে দেওয়ার ঘোষণা চাইছে অভিভাবকরা। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করানোর জন্য সাধারণত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাই যথেষ্ট ছিল। কারণ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যেসকল বই পাঠ্য রয়েছে সেগুলো পড়ানোর জন্য হাই স্কুল পাস করা একজন অভিভাবকই যথেষ্ট। তার মধ্যে যারা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতো তাদেরকে সাধারণত বিশেষ কোচিং কিংবা প্রাইভেট টিউটরের কাছে দেওয়া হতো। কিন্তু এখন একেতো দুর্বোধ্য সৃজনশীল পদ্ধতি, তার উপর পিএসসি, একইসাথে আবার বৃত্তি পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টিও জড়িত রয়েছে।

দেখা গেছে, একটু ভালো এবং সচ্ছল পরিবারের সন্তানদেরকে নিতান্ত বাধ্য না হলে এখন আর কেউ সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পড়ায় না। এটি এখন শুধু শহরে নয়, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছে। সেজন্য ভালো ভালো সেসব নামকরা স্কুলের কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠ্য বইয়ের বাইরেও আরো একগাঁদা বই চাপিয়ে দিয়েছে তাদের স্কুল থেকে। সেজন্য দেখা গেছে, একজন পিএসসি পরীক্ষার্থীর জন্য বিএ-এমএ পরীক্ষার মতো গুরুত্ব করে দেওয়া হয়েছে। এগুলোকে কেন্দ্র করে সারাদেশে গড়ে উঠেছে হাজারো কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল হোম ইত্যাদি। এমনকি প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা কোচিং কিংবা প্রাইভেট পড়ানো হয়ে থাকে। সেজন্যই আজ অভিভাবকদের মধ্যে পিএসসি নিয়ে একধরনের বিরক্তিবোধ তৈরি হয়েছে। সেজন্যই তারা এখন এটি বাতিল করার জন্য আন্দোলনে পর্যন্ত নামতে বাধ্য হয়েছেন।

যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করা হয়েছে, সেজন্য আগামী বছর থেকে পিএসসি থাকবে না সেটাতো পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে ২০১৬ সালের পরীক্ষা নিয়ে। এ বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কিছু ব্যবস্থার কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে যেহেতু বছরের ছয় মাস অতিবাহিত হয়ে পড়েছে, পিএসসি পরীক্ষার আর মাত্র বাকি আছে খুব জোর পাঁচ মাস। সেজন্য শিক্ষার্থীদের মানসিক ও মানবিক চাপ কমানোর জন্যই তা আগে-ভাগেই জানা দরকার। তা যত তাড়াতাড়ি ও আগে জানা যাবে ততোই সকলের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। পরীক্ষা রেখে বা না রেখে যেভাবেই হোক, এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় তড়িৎ একটি সিদ্ধান্ত নিবে বলেই সকলের আশা ও বিশ্বাস।

● লেখক : ডেপুটি রেজিস্ট্রার,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
email: hkabirfmo@yahoo.com